একক ৪ ❑ ধারণা স্পষ্টীকরণ ও কার্যকরীকরণ

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ ধারণা স্পষ্ট করা ও প্রয়োগযোগ্য করা

৪.৪ সিদ্ধতা

৪.৫ নির্ভরযোগ্যতা

৪.৬ সারাংশ

৪.৭ অনুশীলনী

৪.৮ সংকেত

৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যা জানা যাবে তা হল ঃ

- ধারণা স্পষ্ট করা ও প্রয়োগযোগ্য করা
- সিদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা

৪.২ প্রস্তাবনা

সামাজিক গবেষণায় গবেষণামূলক প্রশ্ন বা প্রকল্প ধারণা সমবায়ে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু, এই ধারণা সমূহ কোনো আদর্শায়িত অর্থে ব্যবহৃত হয় না। ধারণাসমূহের সাধারণ অর্থ এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ বিশেষ অর্থ থাকে। কিন্তু, ধারণাগত অস্পষ্টতা বা ভিন্নর্থতা সূত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনুসরণ করা যায় না। তাই, ধারণার অর্থগত স্পষ্টতা বা নির্দিষ্টতা জ্ঞাপন জরুরি। আবার ধারণা শুধু স্পষ্ট হলেই চলে না পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপযোগ্য হওয়া দরকার। তাই ধারণা স্পষ্ট করার সাথে ধারণাকে প্রয়োগযোগ্য করা দরকার। এক্ষেত্রে ধারণার বিভিন্ন দিক নির্দেশ করে তা পরিমাপযোগ্য করার জন্য বিভিন্ন উপায় প্রস্তুত করতে হয়। কিন্তু, এই উপায়গুলি ধারণাকে যথার্থ পরিমাপ করতে পারে কিনা বা এই পরিমাপ যাচাইযোগ্য কিনা তা দেখার দরকার হয়। এদিক থেকে পরিমাপের সিদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা ধারণা প্রয়োগযোগ্য করার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত

থাকে। তাই, এই এককে ধারণা স্পষ্ট করা ও প্রয়োগযোগ্য করা এবং তার সিদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

৪.৩ ধারণা স্পষ্ট করা ও প্রয়োগযোগ্য করা

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত শব্দ অর্থবোধের দিক থেকে স্পষ্ট নাও হতে পারে। বলতে চাওয়া হয় তা ব্যবহৃত শব্দে প্রকাশিত হতে পারে। আবার, ব্যবহৃত শব্দ সবক্ষেত্রে একই অর্থ প্রকাশ করে না। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এরূপ অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর শব্দ ব্যবহারযোগ্য হয় না। গবেষণায় শব্দ উপযোগী করার জন্য শব্দের অন্তর্ভুক্ত অর্থ বা ধারণা স্পষ্ট করতে হয়। আর্ল ব্যবির (Earl Babbie) মতে ধারণা স্পষ্টীকরণ হল একটি প্রক্রিয়া যা দ্বারা ব্যবহৃত শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে (we specify precisely what we mean) যেমন, অবসর কালে বয়স্কদের সামাজিক সংগতিবিধান (social adjustment) যদি গবেষণার বিষয়বস্তু হয় সেই সামাজিক সংগতি বিধান শব্দটির যথার্থ অর্থ বা ধারণা নির্দেশ করা দরকার হয়। ব্যবির মতে এই প্রক্রিয়াটি হল কোনো শব্দবন্ধ ধারণার বিভিন্ন দিক (dimension) নির্দিষ্ট করে প্রতি দিকের নির্দেশক (indicator) নির্দিষ্ট করা। এক্ষেত্রে সামাজিক সংগতিবিধান ধারণাটির বিভিন্ন দিক বলতে বয়স্কদের পারিবারিক ক্ষেত্রে ভূমিকা, পরিবারের সদস্যদের সাথে সম্পর্ক, পারিবারিক ক্ষেত্রের বাইরে পাড়াপড়শি, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সম্পর্ক, অবসর যাপন, কোনো শখ অনুসরণ প্রভৃতিকে বোঝায়। এই প্রতিটি দিকের ব্যবহারিক প্রকাশ হল উল্লিখিত নির্দেশক। যেমন, পারিবরিক ক্ষেত্রে ভূমিকা গ্রহণের নির্দেশক হল ঃ ছোটদের বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া ও নিয়ে আসা, সকালে দুধ আনা, খবরের কাগজ আনা, গাছের পরিচর্যা ইত্যাদি। এইভাবে কোনো শব্দ বন্ধ ধারণাকে বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নির্দেশক দ্বারা প্রকাশ করাকে ধারণা স্পষ্টীকরণ বলে। আবার, এই বিভিন্ন দিক নির্দেশকগুলিকে মাপনি (Scale) বা প্রশ্নমালা (Questionnaire) অন্তর্ভুক্ত করে ঐ ধারণা পরিমাপের উপায় (Instruments) প্রস্তুত করলে ধারণা প্রয়োগযোগ্য (operationalization) হয়। এই প্রক্রিয়ায় কোনো শব্দবন্ধ ধারণাকে পর্যবেক্ষণযোগ্য তথা পরিমাপযোগ্য করা হয়ে থাকে। এই কার্যকরীকরণ সূত্রেই কোনো ধারণা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে থাকে।

অনুশীলনী - ১

১। প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত শব্দের অসুবিধা কী?

২। ধারণা স্পষ্ট করা কাকে বলে?

৩। ধারণা প্রয়োগযোগ্য করা বলে?

৪। ধারণা প্রয়োগযোগ্য কীভাবে করা হয়?

৪.৪ সিদ্ধতা

সিদ্ধতা বলতে বোঝায় যা পরিমাপ করতে চাওয়া হয় পরিমাপের উপায়ে তা পরিমাপ করার সাধ্যতা। বেইলির (Bailey) মতে পর্যবেক্ষণযোগ্য সামাজিক বস্তুর সকল পরিমাপ সম্ভব হয় যদি পরিমাপের উপায়

সংশ্লিষ্ট ধারণাকেই পরিমাপ করে এবং ঐ ধারণাটিকে যথার্থভাবে পরিমাপ করে। বস্তুতপক্ষে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ কোনো উপায়ই প্রস্তুত করা যায় না। সিদ্ধতা মাত্রা বাড়ানো যায় মাত্র। সাধারণত তিন ধরনের সিদ্ধতা উল্লেখিত হয়ে থাকে—অন্তঃসার সিদ্ধতা (content validity) নির্ণায়কজনিত সিদ্ধতা (criterion validity) এবং বিমূর্ত ধারণার সিদ্ধতা (construct validity)।

অন্তঃসার সিদ্ধতা ঃ

এক্ষেত্রে বিচার করা হয় পরিমাপের উপায়ে অন্তর্ভুক্ত প্রশ্ন পরিমেয় ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ থাকে কিনা। এ উদ্দেশ্যে প্রশ্নগুলিকে সংশ্লিষ্ট ধারণার বিভিন্ন দিক নির্দেশক প্রশ্নসমূহের আদর্শ নমুনা হিসাবে অবস্থান করতে হয়। এই প্রশ্ন নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া যায়। তবে, উত্তরদাতাদের কাছে (respondents) এই প্রশ্নসমূহের সিদ্ধতা সহজেই অনুমেয় হওয়া দরকার। এদিক থেকে এই সিদ্ধতা অপাতসিদ্ধতা (free validity) নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

নির্ণায়ক সিদ্ধতা ঃ

এই সিদ্ধতায় ধারণার বহুমুখী পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে একটি পরিমাপের প্রাপ্তাঙ্ক থেকে (predictor) অপর চলের (criterion) পূর্ব নির্দেশ করা যায়। যেমন, কোনো শ্রেণীতে ভর্তির পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর থেকে কোনো ছাত্রের ভবিষ্যৎ সাফল্যের নির্দেশ করা যায়। পূর্ব নির্ধারক এবং নির্ধারিতব্য ছাত্রের প্রাপ্তাঙ্কের সহসম্বন্ধ গুণাঙ্ক (correlation coefficient) সূত্রেই এই পূর্বনির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এই ধরনের পূর্ব নির্ধারণ দুই ভিন্ন কালক্রমে করা হলে ইহা পূর্বনির্ধারণজনিত সিদ্ধতা (predictive validity) বলে পরিচিত থাকে। আবার, এই পূর্বনির্ধারণ একই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে করা হলে ইহা সহবর্তমানমূলক সিদ্ধতা (concurrent validity) নামে পরিচিত থাকে।

বিমূর্ত ধারণার সিদ্ধতা ঃ

সামাজিক সংহতি, বিধিশূন্যতা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতার ন্যায় বির্মূত ধারণাগুলি প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ যোগ্য হয় না। অন্য প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণযোগ্য ধারণার দ্বারা বিমূর্ত ধারণা প্রত্যায়িত হতে পারে। এই দ্বিতীয় ধরনের পর্যবেক্ষণযোগ্য ধারণা বা চলের দ্বারা বিমূর্ত ধারণার কার্যকরী সংজ্ঞায়ন করা হয়ে থাকে। বিমূর্ত ধারণার সিদ্ধতা বলতে ঐ ধারণার কার্যকরী সংজ্ঞাদানের যথার্থতাকে বোঝায়।

অনুশীলনী - ২

১। অন্তঃসার সিদ্ধতায় কী বিচার করা হয়?

২। নির্ণায়ক সিদ্ধতায় কী করা হয়ে থাকে?

৩। বিমূর্ত ধারণা কীভাবে প্রয়োগযোগ্য করা হয়ে থাকে?

৪। বিমূর্ত ধারণার সিদ্ধতা কাকে বলে?

৪.৫ নির্ভরযোগ্যতা

নির্ভরযোগ্যতা বলতে বোঝায় কোনো পরিমাপের উপায়ের নমুনা অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি, বস্তু, ঘটনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে একাধিকবার প্রযুক্ত হয়ে সদৃশ্য তথ্য পরিবেশনের সক্ষমতা। কোনো উপায়ের নির্ভরযোগ্যতার তিনটি মাত্রা পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এগুলি হল যথাক্রমে—স্থিতিশীলতা, সমতুল্যতা এবং সমধর্মিতা। এই তিন দিক পরিমাপে তিন ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হয়ে থাকে। এই কৌশলগুলি হল যথাক্রমে—পুনঃপরীক্ষণ, বহুপরীক্ষণ এবং দ্বিভাজিত পরীক্ষণ প্রক্রিয়া।

পুনঃপরীক্ষণ ঃ

এই প্রক্রিয়ায় একই নমুনার উপর একাধিক সময়ে একই উপায়ে প্রয়োগ করে দুই স্বতন্ত্র প্রস্তাব বণ্টন সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এই দুই বন্টনের সহসম্বন্ধ গুণাঙ্ক নির্ভরযোগ্যতা গুণাঙ্ক (Reliability coefficient) হয়ে থাকে। এই গুণাঙ্ক যত বেশি পরিমাপের উপায়ের নির্ভরযোগ্যতা তত বেশি হয়। বিপরীতক্রমে, এই গুণাঙ্ক যত কম হয় উপায়ের নির্ভরযোগ্যতা তত কম হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে দুই পরীক্ষণের মধ্যে এক পক্ষকাল পার্থক্য রাখা বহুজনস্বীকৃত হয়ে থাকে।

বহুপরীক্ষণ ঃ

এক্ষেত্রে একই নমুনার উপর কোনো এক ধারণা পরিমাপের জন্য দুই বা ততোধিক সমতুল পরিমাপের উপায় প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এই একাধিক উপায় একই সময়ে বা বিভিন্ন সময়ে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এই ভাবে বিভিন্ন সময়ে পাওয়া প্রস্তাব বণ্টনের সহগাঙ্গ গুণাঙ্ক দুই পরিমাপের সমতুলতা নির্ধারণ করে থাকে। এক্ষেত্রেও দুই পরিমাপের মধ্যে এক পক্ষ কাল অন্তর রাখা বহুজনস্বীকৃত পদ্ধতি।

দ্বিভাজিত পরীক্ষণ ঃ

এই প্রক্রিয়ায় একই পরিমাপের উপায় অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নগুলিকে দুটি সমানভাগে ভাগ করে আপাতদৃষ্টিতে দুটি উপায় প্রস্তুত করা হয়। এখন এই নমুনার উপর একই সময়ে ঐ দুটি উপায় একত্রে প্রয়োগ করে উত্তর নথিভুক্ত করা হয়ে থাকে। এই দুই ধরনের প্রস্তাব বন্টনের বা প্রাপ্ত সংবাদের সহসম্বন্ধ গুণাঙ্ক সংশ্লিষ্ট পরিমাপের উপায়ের অন্তঃসঙ্গতি নির্দেশ করে থাকে। এই অন্তঃসঙ্গতি গুণাঙ্ক বেশি হলে পরিমাপের উপায়ের নির্ভরযোগ্যতা বেশি হয়। আবার অন্তঃসঙ্গতি গুণাঙ্ক কম হলে পরিমাপের উপায়ের নির্ভরযোগ্যতা কম হয়ে থাকে।

অনুশীলনী - ৩

১। নির্ভরযোগ্যতা কাকে বলে?

২। নির্ভরযোগ্যতার তিনটি মাত্রা উল্লেখ করুন।

৩। পুনঃপরীক্ষণ ও বহুপরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় দুই পরীক্ষণের মধ্যে অন্তর কী রকম থাকা বাঞ্ছনীয়?

৪.৬ সারাংশ

প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত ভাষা আর সমাজের বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের ভাষা এক হয় না। পূর্বক্ষেত্রে শব্দের অর্থ ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। এছাড়া শব্দের মাধ্যমে বক্তব্য যথার্থভাবে প্রকাশিত হয় না। সুনির্দিষ্ট ও যথার্থ অর্থ জ্ঞাপনের জন্য সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় শব্দবন্ধ ধারণা স্পষ্ট ও প্রয়োগযোগ্য করতে হয়। ধারণা স্পষ্টীকরণ হল কোনো শব্দবন্ধ ধারণার বিভিন্ন দিক নির্দেশক পর্যবেক্ষণযোগ্য ব্যবহারিক প্রকাশ চিহ্নিত করা। ঐ নির্দেশক সমন্বিত উপায় গঠন করে সংশ্লিষ্ট ধারণাকে পরিমাপযোগ্য করা হলে বৈজ্ঞানিক প্রয়োগযোগ্য হয়। কিন্তু, উপায়গুলি সংশ্লিষ্ট ধারণাকে যথার্থভাবে পরিমাপ করে কিনা তা দেখা দরকার। ইহা উপায়ের সিদ্ধতা বিচার নামে পরিচিত হয়ে থাকে। তিন ধরনের সিদ্ধতা উল্লেখিত হয়ে থাকে—অন্তঃসার সিদ্ধতা, নির্ণায়ক সিদ্ধতা এবং বির্মূত ধারণার সিদ্ধতা। প্রথম ক্ষেত্রে উপায় অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নদফাগুলির সিদ্ধতা বিচার করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোনো চলের এক অবস্থান বা বর্তমান অবস্থান সূত্রে ভবিষ্যৎ অবস্থান নির্ণয় করা হয়ে থাকে। তৃতীয় ক্ষেত্রে অনুসারী চলের উল্লেখ সংশ্লিষ্ট চলের সিদ্ধতা বিচার করা হয়ে থাকে। নির্ভরযোগ্যতা বলতে বোঝায় উপায়গুলি একাধিকবার প্রযুক্ত হয়ে একই সংবাদ প্রদানের সম্ভাব্যতা। এক্ষেত্রে তিন ধরনের নির্ভরযোগ্যতা পরিমাপ উল্লেখিত হয়ে থাকে—পুনঃপরীক্ষণ, বহুপরীক্ষণ এবং দ্বিভাজিত পরীক্ষণ। প্রথম ক্ষেত্রে একই উপায় একাধিকবার প্রয়োগ করা হয়ে থকে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সমধর্মী একাধিক উপায় প্রয়োগ করা হয়। তৃতীয় ক্ষেত্রে একই উপায় দ্বিভাজিত করে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। প্রতিক্ষেত্রেই একই ধরনের সংবাদ পাওয়া যায় কিনা তা দেখা হয়ে থাকে।

৪.৭ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

অনুশীলনী

১। ধারণা কীভাবে স্পষ্ট করা হয়?

২। সামাজিক বস্তুর সফল পরিমাপ কীভাবে সম্ভব হয়?

৩। অন্তঃসার সিদ্ধতা কীভাবে বিচার করা হয়?

৪। পূর্ব নির্ধারণজনতা সিদ্ধতা ও সহবর্তমানমূলক সিদ্ধতার মধ্যে পার্থক্য কী?

৫। বহুপরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় কীভাবে নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়?

৬। পুনঃপরীক্ষণ ও দ্বিভাজিত পরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়ে পার্থক্য কী?

৪.৮ উত্তরমালা

অনুশীলনী -১

১। প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত শব্দ অস্পষ্ট হয়, এবং যা বলতে চাওয়া হয় তা যথার্থভাবে প্রকাশ করতে পারে না।

২। ধারণার স্পষ্টীকরণ হল একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা ব্যবহৃত শব্দের অন্তর্ভুক্ত অর্থ যথার্থভাবে বিশেষায়িত করা হয়।

৩। ধারণা কার্যকরীকরণ হল একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা কোনো শব্দবন্ধ ধারণাকে পর্যবেক্ষণযোগ্য তথা পরিমাপযোগ্য করা হয়ে থাকে।

৪। কোনো ধারণার বিভিন্ন দিক নির্দেশগুলিকে মাপনি বা প্রশ্নমালায় অন্তর্ভুক্ত করে ঐ ধারণাকে পরিমাপযোগ্য করার মাধ্যমে ধারণা প্রয়োগযোগ্য করা হয়।

অনুশীলনী - ২

১। অন্তঃসার সিদ্ধতায় বিচার করা হয় পরিমাপের উপায়ে অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নাবলী সংশ্লিষ্ট পরিমেয় ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ থাকে কিনা।

২। নির্ণায়ক সিদ্ধতায় একটি পরিমাপের প্রাপ্তঙ্ক থেকে অপর চলের প্রাপ্তঙ্কের পূর্বনির্দেশ করা হয়ে থাকে।

৩। অনুসারী ধারণার দ্বারা বিমূর্ত ধারণার কার্যকরীকরণ করা হয়।

৪। বির্মূত ধারণার সিদ্ধতা বলতে ঐ ধারণার কার্যকরী সংজ্ঞাদানের যথার্থতাকে বোঝায়।

অনুশীলনী - ৩

১। নির্ভরযোগ্যতা হল কোনো পরিমাপের উপায়ের একই নমুনা অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি, বস্তু, ঘটনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে একাধিকবার প্রযুক্ত হয়ে একই ধরনের সংবাদ পরিবেশনের সাধ্যতা।

২। নির্ভরযোগ্যতার তিনটি মাত্রা হল যথাক্রমে ঃ স্থিতিশীলতা, সমতুলতা এবং সহধর্মিতা।

৩। পুনঃপরীক্ষণ এবং বহুপরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় দুই পরীক্ষণের মধ্যে এক পক্ষকাল অন্তর বহুজন স্বীকৃত হয়ে থাকে।

অনুশীলনী - ৪

১। কোনো শব্দবন্ধ ধারণার বিভিন্ন দিক নির্দেশ করে প্রতি দিকের নির্দেশক সূচিত করার মাধ্যমে ধারণাস্পষ্টীকরণ করা হয়ে থাকে। যেমন, 'সামাজিক সংগতি বিধান' ধারণাটির বিভিন্ন দিক হল যথাক্রমে—

পারিবারিক ক্ষেত্রে ভূমিকা গ্রহণ, অবসর যাপন, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মেলামেশা ইত্যাদি। এই দিকগুলির আবার বিভিন্ন নির্দেশক নির্দিষ্ট করা যায়। যেমন পারিবারিক ক্ষেত্রে ভূমিকা বলতে বোঝায় ছোটদের বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া ও বাড়ি নিয়ে আসা, সকালে দুধ আনা, গাছে জল দেওয়া ইত্যাদি। প্রকৃত অর্থে এইরূপ নির্দেশক সূচিত করার মাধ্যমেই কোনো ধারণা স্পষ্ট করা হয়ে থাকে।

২। সামাজিক বাস্তবতার সফল পরিমাপ সম্ভব হয় যদি পরিমাপের উপায় সংশ্লিষ্ট ধারণাকে পরিমাপ করে এবং ঐ ধারণাটিকে যথার্থভাবে পরিমাপ করে।

৩। অন্তঃসার সিদ্ধতা বিচারে পরিমাপের উপায় অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নদফাগুলি পরিমেয় ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা তা দেখা হয়। এছাড়া, অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নগুলি ধারণা সংশ্লিষ্ট নির্দেশ সমূহের আদর্শ নমুনা হয় কিনা তা দেখা হয়। তবে উত্তরদাতাদের কাছে প্রশ্নসমূহের গ্রাহ্যতা সিদ্ধতা বিচারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে।

৪। বর্তমানে কোনো এক চলের প্রস্তাব থেকে পরবর্তীকালের জন্য চলের প্রাপ্তঙ্ক নির্দেশ পূর্ব নির্ধারণমূলক সিদ্ধতায় করা হয়ে থাকে। অপরপক্ষে, সহবর্তমান মূলক সিদ্ধতা নির্ণয় প্রক্রিয়ায় একই সময়ে কোনো এক চলের প্রাপ্তঙ্ক সূত্রে অন্য চলের প্রাপ্তঙ্ক নির্দেশ করা হয়ে থাকে।

৫। বহুপরীক্ষণমূলক প্রক্রিয়ায় কোনো উপায়ের সিদ্ধতা নির্ণয়ের জন্য একই নমুনার উপর দুই বা ততোধিক সমতুল পরিমাপের উপায় একই বা ভিন্ন সময়ে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এই দ্বৈত প্রক্রিয়ায় প্রাপ্তঙ্ক বণ্টনের সহসম্বন্ধ গুণাঙ্ক নির্ণয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উপায়ের পরিমাপের নির্ভরযোগ্য নির্ধারণ করা হয়।

৬। পুনঃপরীক্ষণ ও দ্বিভাজিত পরীক্ষণের পার্থক্য হল পুনঃপরীক্ষণে একই নমুনার উপর একই উপায় একাধিক সময়ে প্রয়োগ করে দুই ধরনের প্রাপ্ত তথ্য বা প্রাপ্তঙ্ক বণ্টন সংগ্রহ করা হয়; কিন্তু দ্বিভাজিত পরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় একই পরিমাপের উপায় অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নগুলিকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে একই নমুনার উপর এক সঙ্গে প্রয়োগ করে দুই ধরনের প্রাপ্তসংবাদ বা প্রাপ্তঙ্ক বণ্টন সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। বেরী, আর্ল ঃ দ্য প্র্যাকটিশ অফ সোশ্যাল রিসার্চ (সপ্তম সংস্করণ) বেলমন্থ, সি.এ.ওয়ার্ডসওয়র্থ, ১৯৯৫।

২। বেইলি কে. ভি ঃ মেথডস্ অফ সোশ্যাল রিসার্চ (তৃতীয় সংস্করণ) নিউ ইয়র্ক, ফ্রি প্রেস, ১৯৮৭।

৩। বেকার থেরেসে এল ঃ ডুইং সোশ্যাল রিসার্চ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ম্যাক গ্র হীল ইংক।

৪। চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস ঃ সামাজিক গবেষণা ঃ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া, কোলকাতা, আরামবাগ বুক হাউস, ২০০২।

একক ৫ ❑ গুণবাচক গবেষণা কৌশল

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য

৫.২ প্রস্তাবনা

৫.৩ গুণবাচক গবেষণা প্রক্রিয়া

৫.৩.১ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ

৫.৩.২ সাক্ষাৎকার ও সাক্ষাৎকার নির্দেশিকা

৫.৩.৩ একক বিশেষ সমীক্ষা

৫.৩.৪ কথ্য বিবরণ, বর্ণন, জীবনকথা, উদ্ভব বৃত্তান্ত

৫.৩.৫ সারবস্তু বিশ্লেষণ

৫.৪ সারাংশ

৫.৫ অনুশীলনী

৫.৬ উত্তর সংকেত

৫.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যা জানা যাবে তা হল ঃ

- গুণবাচক গবেষণার তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া
- গুণবাচক গবেষণার বিভিন্ন তথ্যসূত্র
- গুণবাচক গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া

৫.২ প্রস্তাবনা

বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা মূলত পরিমাণ বাচক (নিরীক্ষামূলক গবেষণা) হলেও, গুণবাচক গবেষণাসূত্রেও বস্তুনিষ্ঠ অনুশীলন করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে তথ্য হয় মূলত গুণবাচক, এবং গবেষণা পদ্ধতি বলতে মূলত ক্ষেত্রগবেষণা ও একক বিশেষ গবেষণা উল্লেখ করা হয়ে থাকে। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ ও অসংগঠিত সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ায় উল্লিখিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এছাড়া, বিশেষ তথ্যসূত্র হিসাবে কথ্য বিবরণ, বর্ণন, জীবন কথা, উদ্ভব

বৃত্তান্ত ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। সংগৃহীত তথ্যাবলী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সারবস্তু বিশ্লেষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। দৃষ্টবাদ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জাত উল্লিখিত গুণবাচক গবেষণার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হল।

৫.৩ গুণবাচক গবেষণা প্রক্রিয়া

সমাজবীক্ষণে পরিমাণমাত্রিক গবেষণা (Quantitative research) বিশেষ গুরুত্ব লাভ করলেও, বোগডানের (Bogdan) মতে সমাজকে বোঝার ক্ষেত্রে গুণবাচক গবেষণার অবদানও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। প্রতীকী আন্তক্রিয়াবাদী (Symbolic interactionism) তত্ত্বের আধারে সামাজিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকের সংব্যাখ্যানমূলক উপলব্ধি (Interpretative understanding) এই গবেষণার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী হয়ে থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী গুণবাচক গবেষণায় গবেষক বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্র এবং ঐ সামাজিক ক্ষেত্রকে প্রতীক, আচার, সামাজিক ভূমিকা ও অন্যান্য সাংগঠনিক উপাদানের মাধ্যমে মানুষ কীভাবে অর্থবহ করে তা উপলিব্ধ করার চেষ্টা করে। এই পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে জনগোষ্ঠী সম্পর্কে অপরিমেয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এই ধরনের তথ্য শব্দ, বাক্য এবং পরিচ্ছেদ সমন্বিত হয়ে থাকে। তবে এই গবেষণা অনুসরণে কোন কেতাবি পদ্ধতি বর্ণিত থাকে না। ক্ষেত্র ও গবেষণার প্রয়োজন সাপেক্ষ বাস্তব যুক্তি (a logic in practice) অনুসারে কৌশল ও প্রক্রিয়া ঠিক করা হয়ে থাকে। তবে, অনেকসময় পূর্বেকার গবেষণা প্রতিবেদন পাঠ এবং ঠেকে শেখা সূত্রে বা কোন অভিজ্ঞ গবেষকের শিক্ষানবীশ থাকা সূত্রে গবেষণার দিকনির্দেশ পাওয়া যায়। কিন্তু, গুণবাচক গবেষণা এক নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে (linear path) অনুসৃত হয় না। ইহা সর্পিল (spiral) ও বৃত্তাকার (circular) ক্রমে অনুসৃত হয়ে থাকে। একই পর্যায় ঘুরে ফিরে আসতে পারে। এই আবর্তন আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, গুণবাচক গবেষণা কোনো ধারণা পরীক্ষণের উদ্দেশ্য অনুসৃত হয় না, বরং নতুন ধারণা গঠনের জন্য অনুসৃত হয়ে থাকে। এছাড়া গুণবাচক গবেষণা কোনো গবেষণামূলক প্রশ্ন নিয়ে শুরু হয় না। গবেষণা প্রক্রিয়াতেই কোনো সামাজিক ক্ষেত্রে বসবাসকারী মানুষের চিন্তা ভাবনার সূত্রেই স্বাভাবিক ভাবে গবেষণার প্রশ্ন উঠে আসে। তবে, গুণবাচক গবেষণায় কোনো প্রক্রিয়া বা কৌশলগত নির্দিষ্ট তা না থাকলেও গবেষণা সংশ্লিষ্ট সামাজিক ক্ষেত্রে বসবাসকারী মানুষের জীবনের অর্থবোধ উপলব্ধি করার জন্য কিছু পদ্ধতি ও কৌশল উল্লিখিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ এবং সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকে। এছাড়া তথ্যসূত্র হিসাবেও কিছু দিক উল্লিখিত হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে কথ্য বিবরণ (oral history), বর্ণন (narrative), জীবন কথা (biography) ও উদ্ভব বৃত্তান্ত (geneology) সুবিদিত থাকে।

অনুশীলনী - ১

১। গুণবাচক গবেষণা কোন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করে থাকে?

২। গুণবাচক তথ্য কেমন হয়ে থাকে?

৩। গুণবাচক গবেষণার উদ্দেশ্য কী?

৪। গুণবাচক গবেষণায় গবেষণামূলক প্রশ্ন কীভাবে গঠিত হয়?

৫.৩.১ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ

অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণে (participant observation) গবেষক গবেষণা সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীকে নিজের গবেষক পরিচয় এবং গবেষণার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করে ঐ গোষ্ঠীতে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ করে ঐ গোষ্ঠীর বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করে থাকে। এক্ষেত্রে গবেষক দীর্ঘদিন ব্যাপী সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে বসবাস করে ঐ গোষ্ঠীর জীবন ধারায় পুনঃ সামাজিকীকৃত হয়ে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। বার্জেস এর (Burges) মতে এই প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী স্বাভাবিক ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করে সুবিশদ তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়ে থাকে (detailed data based on observation in natural settings) স্প্র্যারাডলি (Spradley) এই পর্যবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি দিকের উল্লেখ করেন। এগুলি হল ঃ স্থান (space), কাল (time), ক্রিয়া (activities), কর্তা (actor), ঘটনা (events), লক্ষ্য (goal), অনুভব (feelings) ইত্যাদি। বার্জেসের মতে এই উল্লিখিত প্রতিদিক সম্পর্কে আরও বিশেষ বিশদ প্রশ্ন উত্থাপন করে পর্যবেক্ষণ সূত্রে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। যেমন, কর্তার (actor) বয়স-লিঙ্গ-দৈহিক চেহারা ভেদে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। তবে এই ধরনের পর্যবেক্ষণের অসুবিধাজনক দিক হল সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর সদস্যরা গবেষণা বিষয়ে আগাম অবগত হওয়ায় নিজেদের স্বাভাবিক সামাজিক আন্তঃক্রিয়া অনুসরণ নিয়মিত করতে পারে। এছাড়া, অনেক সময় গবেষক বেশি অংশগ্রহণ সূত্রে নিজের গবেষক অবস্থান রক্ষা করতে সমর্থ হয় না। ফলে, দুই ক্ষেত্রে এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ যথার্থ হয় না। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের তথ্য নথিভুক্তিকরণ এক গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হয়ে থাকে। এই পর্যবেক্ষণের তথ্যাবলী তাৎক্ষণিক ভাবে নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রে যন্ত্র ব্যবহার যেমন, ক্যামেরা, টেপ রেকর্ডার, ভিডিও-টেপ কার্যকরী হয়ে থাকে। তবে যান্ত্রিক সামগ্রী সবক্ষেত্রে গৃহীত হয় না। এক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ (jotted notes) বিশেষ কার্যকরী হয়ে থাকে। তবে যান্ত্রিক সামগ্রী সামাজিক প্রক্রিয়ায় অর্থ উপলব্ধি করতে পারেনা। এছাড়া ক্ষেত্রস্থ সদস্যদের কাছে যান্ত্রিক সামগ্রী সবক্ষেত্রে গৃহীত হয় না। এক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ (jotted notes) বিশেষ কার্যকরী হয়ে থাকে। এই লিপিতে কতকগুলি ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি উদ্রেককারী শব্দ, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উক্তি, কিছু অস্পষ্ট হস্তাঙ্কন অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে যা পরবর্তীকালে বিশদ বিবরণ লেখার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে থাকে। এই বিশদ বিবরণ ক্ষেত্র থেকে ফেরার পরেই লিখতে হয়। বেশি সময়ের ব্যবধানে স্মৃতি লোপের সম্ভাবনা থাকে। এই বিশদ বিবরণ প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ লিপি (direct observation notes) নামে পরিচিত থাকে। এখানে পর্যবেক্ষণের সংবাদ ছাড়াও গবেষকের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। এছাড়া, পর্যবেক্ষণ প্রাপ্ত সংবাদের বিশ্লেষণ সূত্রে অর্থজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্তমূলক লিপি (inference notes) এবং পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কৌশলগত দিক উল্লেখ করার জন্য পদ্ধতি সংক্রান্তলিপি (methodological note) প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

অনুশীলনী - ২

১। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ কাকে বলে?

২। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ যন্ত্রের সামগ্রীর উপযোগিতা কতটা?

৩। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ কালে কীভাবে তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়?

৪। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ গবেষক কীভাবে তথ্যসংগ্রহে সমর্থ হয়ে থাকে?

৫.৩.২ সাক্ষাৎকার ও সাক্ষাৎকারের নির্দেশিকা

পরিমাণ বাচক গবেষণা অন্তর্ভুক্ত নিরীক্ষামূলক গবেষণায় সাক্ষাৎকার (interview) তথ্যের উৎস হয়। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার বলতে সুগঠিত প্রশ্নমালা (structured questionnaire) নির্ভর প্রশ্নোত্তর প্রক্রিয়াকে বোঝায়। গুণবাচক গবেষণায়ও সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার হয় কথোপকথনের (conversation) সমান। এই সাক্ষাৎকার হয় অসংগঠিত, মুক্তপ্রান্ত এবং হার্দিক। যে সদস্যদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তারা তা বুঝতেই পারে না। প্রাথমিক পর্যায়ে সহমর্মিতা ও সহানুভূতিশীল মেলা-মেশার সূত্রে সখ্যতা-স্থাপন করতে হয়। তারপর বন্ধুত্বপূর্ণ কথোপকথনের মাধ্যমে আন্তঃগ্রাহী সংবাদ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। পর্যবেক্ষণ সূত্রে স্বাভাবিক ভাবে উঠে আসা প্রশ্নগুলির উত্তর এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে খোঁজার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন করা, উত্তর শোনা এবং তার অর্থ জানা একই সঙ্গে ঘটে থাকে। উল্লেখ্য, সাক্ষাৎকার শুধু গবেষক ও কোনো একক সদস্যের মধ্যে হয় না, কোনো গোষ্ঠী বা একাধিক ব্যক্তির সাথে একই সাথে অনুসরণ করা যেতে পারে।

গুণবাচক গবেষণায় সাক্ষাৎকার মূলত কথোপকথনমূলক হলেও প্রতি বসবাসকারীর কাছ থেকে একই বিষয় সংক্রান্ত সংগতিপূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ সংবাদ নিরপেক্ষভাবে সংগ্রহ করার জন্য সাক্ষাৎকার নির্দেশিকা (interview guide) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে গবেষণার বিষয় এবং আনুষঙ্গিক বিভিন্ন দিকগুলির উল্লেখ সাক্ষাৎকার নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। এই দফাওয়ারী সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তবে পাত্রবিশেষে দফাগুলির পরম্পরা পরিবর্তন করা যেতে পারে। প্রশ্নে শব্দের ব্যবহারও নমনীয় হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ার সুবিধা হল এই যে সাক্ষাৎকার নির্দেশিকা সূত্রে সংগৃহীত তথ্য প্রক্রিয়াকরণে এবং বিশ্লেষণে সুবিধাজনক হয়ে থাকে। এছাড়া, এই উপায় প্রয়োগে অনুসৃত সাক্ষাৎকার সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর প্রতিবেদন শ্রোতৃমণ্ডলী এবং পাঠকের কাছে বেশি নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, কিছুক্ষেত্রে আদর্শায়িত মুক্তপ্রাপ্ত সাক্ষাৎকার (Standardized open ended interview) প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়। এখানে প্রশ্নাবলী যেভাবে জিজ্ঞসা করা হবে ঠিক সেই ক্রমেই আগে থেকে লেখা হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় গবেষকের পক্ষপাতিত্ব রদ করা যায়। এছাড়া, সীমিত সামর্থ্যে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক সাক্ষাৎকারে এই প্রক্রিয়া বেশি যথার্থ হয়ে থাকে। এই সাক্ষাৎকারের সংবাদ সংরক্ষণের জন্য টেপরেকর্ডারের ব্যবহার বিশেষ উপযোগী হয়ে থাকে। তবে সামাজিক প্রক্রিয়ার সবকিছু টেপরেকর্ডার ধরতে পারে না। তাই পরিবর্তক বা সমান্তরাল হাতিয়ার (tool) হিসাবে ক্ষেত্র লিপি (field note) বা ক্ষেত্রপত্রিকা (field journal) লেখা হয়ে থাকে।

অনুশীলনী - ৩

১। গুণবাচক গবেষণায় সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়া বলতে কী বোঝায়?

২। সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ায় কী ধরনের প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়?

৩। সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ায় কীভাবে উত্তরদাতাদের সাথে সখ্যতা স্থাপন করা হয়?

৪। গুণবাচক গবেষণায় সাক্ষাৎকার নির্দেশিকা ব্যবহারের কারণ কী?

৫.৩.৩ একক বিশেষ সমীক্ষা

একক বিশেষ সমীক্ষা (case study) বলতে কোনো বিশেষ গবেষণা এককের ঘনিষ্ঠ এবং সার্বিক সমীক্ষাকে বোঝায়। এই একক ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান, অঞ্চল ইত্যাদি হতে পারে। বেকারের (Baker) মতে কোনো সিদ্ধান্ত বা নীতিও একক অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এই পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট এককে স্বাভাবিক পরিবেশে সমীক্ষা করে সামগ্রিক বা পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। একক বিশেষ সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত এইরূপ তথ্যকে সামাজিক অনুবীক্ষণ (social microscope) বলা হয়ে থাকে। ইন (Yin) এর মতে সমসাময়িক কালের প্রেক্ষিতে এই সমীক্ষা করা হয়ে থাকে। বার্জ (Berg) এর মতে এই সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট এককের। জীবনক্ষেত্রের তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করা হয়ে থাকে স্বাভাবিক যেমন, জীবন গাথা, কথ্য-বিবরণ, বিভিন্ন নথি, ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎকার অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি। এই সমীক্ষার দুটি রূপ দেখা যায়—অন্তর্নিবিষ্ট সমীক্ষা (intrinsic case study) এবং উপায়মূলক সমীক্ষা (instrumental case study)। প্রথম ধরনের সমীক্ষায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এককবিশেষকে কোনো তাত্ত্বিক অবধারণ ব্যতিরেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানার চেষ্টা করা হয়। এই ধরনের সমীক্ষা (ideographic case study) নামে অভিহিত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় ধরনের সমীক্ষায় এককবিশেষের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগত দিকের নিবিড় তথ্যসংগ্রহ করা হয় কোনো তাত্ত্বিক অবধারণ পরিমার্জন/পরিশীলন করার জন্য বা, পরবর্তী কোনো গবেষণার পথনির্দেশ প্রদানের জন্য। এছাড়া একক বিশেষ সমীক্ষার আর একটি বিশেষরূপ উল্লেখ করা যায়। এটি হল একক সমষ্টির সমীক্ষা (collective case study)। এক্ষেত্রে একাধিক এককবিশেষকে সমীক্ষা করা হয়ে থাকে। এই সমীক্ষায় এক এককবিশেষের প্রাপ্ত সংবাদ সূত্রে অনুমিত অবধারণ অন্য একক বিশেষের প্রাপ্ত সংবাদের নিরিখে গৃহীত বা বর্জিত হয়ে একটি তত্ত্বনির্ধারণের চেষ্টা করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, এই ধরনের তত্ত্ব ভূমিস্থ তত্ত্ব (ground theory) নামে পরিচিত থাকে।

এককবিশেষে সমীক্ষার কিছু বিশেষ সুবিধাগত দিক উল্লেখ করা যায়। এক্ষেত্রে পদ্ধতিগত বাঁধা-ধরা নিয়ম না থাকায় সুবিধামত যেকোনো কৌশলই অবলম্বন করা যায়। এছাড়া, স্বাভাবিক জীবন ক্ষেত্রে সমীক্ষা করায় এককবিশেষের স্বতঃস্ফূর্ত সামগ্রিক তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়। এই গবেষণা সরাসরি তত্ত্ব নির্মাণে সহায়ক না হলেও সংগৃহীত তথ্য দ্বারা পূর্বে নির্মিত কোনো ধারণা, প্রকল্প বা তত্ত্বের সত্য বিচার করে বিশ্লেষণমূলক সামান্যীকরণের সহায়ক হতে পারে। এছাড়া, ব্যতিক্রমী এককের তথ্য সূত্রে প্রচলিত কোনো তাত্ত্বিক অবধারণার পরিবর্তন বা পরিশীলন সম্ভব হয়ে থাকে। সর্বোপরি, এই গবেষণার মাধ্যমে পরবর্তী কোনো গবেষণার পরিচায়ক তথ্য প্রদান করা যেতে পারে।

এই সমীক্ষার কিছু বিশেষ অসুবিধাও পরিলক্ষিত হয়। গবেষক পদ্ধতিগত নিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ না থাকায় গবেষণায় মানসিকতার প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া, এই গবেষণায় এককবিশেষ প্রতিনিধিত্বমূলক না

হওয়ায় এবং তথ্যাবলী পরিমাণ বাচক না হওয়া পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগে কোনো নির্ভরযোগ্য সামগ্রীকরণ করা সম্ভব হয় না। তবে এইসব অসুবিধা সত্ত্বেও কোনো গবেষণায় যথেষ্ট তথ্যাবলী সংগ্রহে একক বিশেষ সমীক্ষা উপযোগী হয়ে থাকে। এই সমীক্ষার তথ্যাবলীকে 'শুদ্ধতম সমাজতাত্ত্বিক তথ্যাবলী' (The perfect type of sociological material) বলে অভিহিত করেন।

অনুশীলনী - ৪

১। একক-বিশেষ সমীক্ষা কাকে বলে?

২। একক-বিশেষ বলতে কী বোঝায়?

৩। একক-বিশেষ সমীক্ষায় তথ্যসংগ্রহের কৌশলগুলি উল্লেখ করুন।

৪। একক-বিশেষ সমীক্ষা বিশেষ উপযোগী হয় কেন?

৫। একক-বিশেষ সমীক্ষায় বিশেষ অসুবিধাজনক দিকটি কী?

৫.৩.৪ কথ্যবিবরণ, বর্ণন, জীবনকথা, উদ্ভব বৃত্তান্ত

কথ্য-বিবরণ

গ্রীক যুগ বা তার পূর্ববর্তী কাল থেকে বহুশত বর্ষ ধরে ঐতিহাসিকরা মৌখিক বিবরণকে (oral history) এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজসংস্কারকরাও এই তথ্যসূত্র ব্যবহার করেন। তবে, তথ্যসংগ্রহের এক নির্দিষ্ট পদ্ধতি হিসাবে কথ্যবিবরণ যুক্তরাষ্ট্রে অ্যালান নেভিনস (Allan Nevins) এর লেখনিতে সূচিত হয়ে থাকে। ক্রমে, ৭০ এর দশকে এই পদ্ধতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। কথ্য-বিবরণ প্রক্রিয়া হল অতীত অভিজ্ঞতার মৌখিক বিবরণ সংকলন (collection of oral accounts of past experiences)। যাদের কোনো জীবনীকার থাকে না এবং যাদের জীবনকথা লিখিত হয় না তাদের কথা এই উপায় অবলম্বনে নথিভুক্ত করা হয়। প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত সম্পর্কসূত্রে কোনো ঘটনার প্রাথমিক সংবাদ এই কথ্য-বিবরণসূত্রে পাওয়া যায়। প্রথাগত গবেষণা প্রতিবেদনে ও কর্তৃত্বাধীন নথিপত্রে যাদের সংবাদ উল্লেখিত হয় না সেই বঞ্চিত, নিগৃহিত ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠী যেমন, ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, উদ্বাস্তু গোষ্ঠী, শ্রমজীবী গোষ্ঠী ইত্যাদির স্মৃতিচারণ জাত সংবাদ এই পদ্ধতিতে নথিভুক্ত করা হয়। এই সংবাদ উল্লিখিত গোষ্ঠীর পারিবারিক, পেশাগত ও সামাজিক সম্পর্ক সংক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, কোনো সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা যেমন যুদ্ধের স্মৃতি, পরিমাণ সংক্রান্ত স্মৃতিবিজড়িত হতে পারে। ইয়ো'র (Yow) মতে এই পদ্ধতিতে কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর মুক্ত (open-door) সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর অবিধিবদ্ধ নিয়ম, ব্যক্তিগত ও পেশাগত সম্পর্ক, সাম্প্রদায়িক জীবন, প্রতীকের নিহিত অর্থও ব্যবহার ইত্যাদি জানা সম্ভব হয়। রিচির (Ritchie) মতে কথ্যবিবরণ নথিভুক্ত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ কথ্যস্মৃতি ও ব্যক্তিগত ভাষ্য সংগ্রহ করে থাকে (oral history collects spoken

memories and personal commentaries of historical significance through recorded interview)। এই সাক্ষাৎকার হয় কথোপকথনমূলক (conversational narrative)। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারকারীর ভূমিকা হয় অংশগ্রহণকারী এবং উত্তরদাতা হয় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণকারী। এদিক থেকে সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়াটি হয় দ্বিপাক্ষিক (dialogic discourse)। গ্লাক (Gluck) উদ্দেশ্য ভেদে কথ্যবিবরণকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন ঃ বিষয় কেন্দ্রিক কথ্যবিবরণ (topical interview), জীবনকথামূলক কথ্যবিবরণ (biographical oral history) এবং আত্তজীবনীমূলক কথ্যবিবরণ (autobiographical interview)। প্রথম ধরনের কথ্যবিবরণ, বিশেষ ঘটনা বা সামাজিক প্রক্রিয়ার বিবরণ দান করে। দ্বিতীয় ধরনের কথ্যবিবরণ, গোষ্ঠীসাপেক্ষে ব্যক্তির পেশাগত সম্প্রদায়গত, প্রজন্মগত বৃত্তান্ত দিয়ে থাকে। তৃতীয় ধরনের কথ্যবিবরণ ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্ত পেশ করে থাকে। এই কথ্যবিবরণের কিছু ত্রুটি উল্লেখিত হয়ে থাকে। এইরূপ বলা হয় যে, কথ্যবিবরণ সাম্প্রতিককালের লিখিত সূত্রের মত নির্ভরযোগ্য হয় না। ফিনেগানের (Finnegan) মতে কথ্যবিবরণ উত্তরদাতার মৌখিক প্রতিক্রিয়া হওয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ে স্মৃতিচারণসূত্রে দেওয়া কথ্যবিবরণের মধ্যে প্রচারমাধ্যম, পুস্তক পুস্তিকা ইত্যাদির প্রভাব সাপেক্ষে পার্থক্য বিদ্যমান থাকে যা লিখিত তথ্য বা নথির ক্ষেত্রে থাকে না। এ প্রসঙ্গে কথ্যবিবরণের পক্ষে বলা হয় যে, গবেষকের প্রভাব নিরপেক্ষ কথ্যবিবরণের পুনারাবৃত্তি সম্ভব হয়। এছাড়া সমানে শ্রমজীবী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, উদ্বাস্তু প্রভৃতির ন্যায় অত্যাচারিত নিপীড়িত ও কর্তৃত্বহীন মানুষের অব্যক্ত বেদনাময় কাহিনী তাদের নিজের মুখে ব্যক্ত করার সাহস দিতে এই পদ্ধতি যথেষ্ট প্রভাবশীল ও কার্যকরী হয়ে থাকে। গ্লাক (Gluck) কথ্যবিবরণজনিত সংবাদকে নতুন সাহিত্য (new literature) বলে অভিহিত করেন। গ্রেলের (Grele) মতে কথ্যবিবরণ ইতিহাসের গণতন্ত্রীকরণের এক নতুন সম্ভাবনাময় পদ্ধতি (opportunity to democratise the nature of history)।

বর্ণন ঃ

গুণবাচক গবেষণায় 'বর্ণন' বিভিন্ন অর্থে উল্লেখিত হয়ে থাকে। যেমন, বর্ণন (narrative) হল সামাজিক বাস্তবক্ষেত্রের স্বাভাবিক বক্তব্য তথ্য উপস্থাপন (any data that are in the form of natural discourse or speech)। এছাড়া, বর্ণন অনেক সময় সংগৃহীত তথ্যের রূপকে বোঝায় (to describe the form of the collected body of data they have gathered for analysis)। মূলার (Muller) এর মতে বর্ণন ব্যক্তির বসবাস প্রসূত অভিজ্ঞতা ((lived experience), বহুবৃত্তান্ত (multiple perspective) এবং ক্ষেত্রনিবন্ধ সামাজিক বাস্তবতার বিমূর্ত রূপকে (context bound constructed social realities) বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বর্ণন এর যথার্থ সংজ্ঞা হল ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার গল্পাঞ্জলী। এদিক থেকে বর্ণন হল গল্প (story) এবং অনুসন্ধান (investigation) এর দ্বৈরথ। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য বর্ণনামূলক ব্যাখ্যায় কোনো একক পদ্ধতি নেই। রিসম্যান (Reisman) ব্যক্তি কীভাবে সামাজিক ক্ষেত্র সংজ্ঞায়িত করে, সমাজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে তার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। কালাম সোয়ান (Cullum Swan) এর মতে বর্ণনে কথকের দৃষ্টিভঙ্গী অন্তর্ভুক্ত থাকে, এবং বিভিন্ন শ্রোতার কাছে বর্ণন বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। জোসেলসন এবং লেইবলিচ (Josselson and Leiblich) মনে করেন বর্ণন প্রক্রিয়া বোধের ক্ষেত্রে গবেষক অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকে। এই বর্ণনের মাধ্যমে উত্তরদাতার সান্নিধ্যে আসা যায়। এছাড়া সংশ্লিষ্ট জীবনক্ষেত্রের প্রাপ্ত সংবাদের অর্থ নির্ণয় করে এক নতুন বিবৃতি দেওয়া হয়ে থাকে। এইভাবে অপরের অভিজ্ঞতার অংশীদার হয়ে সংশ্লিষ্ট

ক্ষেত্র সম্পর্কে কোনো বক্তব্য পেশ করা সম্ভব হয়ে থাকে। জোসেলসন (Josselson) এর মতে আমরা এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছি—বর্ণনের যুগ, যা বহুবিদ্যার ক্ষেত্রেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে (We have .... entered a new age, the age of narrative, an interest that is sweeping a range of academic disciplines)।

জীবনকথা ঃ

জীবনকথা হল কোনো ব্যক্তির নিজের ভাষায় লেখা জীবনবৃত্তান্ত (full length book account of one person's life in his own words)। জীবনকথায় ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা (self) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। কীভাবে ব্যক্তির সামাজিক বোধ গঠিত হয় তা এক্ষেত্রে দেখা হয়ে থাকে। তবে, জীবনকথা লেখা এক সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির লিখিত বৃত্তান্ত ও টেপরেকর্ডারে ধরে রাখা বৃত্তান্ত বিশেষ কার্যকর হয়ে থাকে। এছাড়া, ঐ ব্যক্তির জীবনযাপনের ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের সাক্ষাৎকার, ব্যক্তিগত চিঠি-পত্র ও ছবিও বিশেষ কার্যকর হয়ে থাকে। টমাস ও ৎসন্যানেকি (Thomas & Znaniecki) 'দ্য পলিশ পিস্যান্টাস্ ইন ইউরোপ অ্যান্ড অ্যামেরিকা' (The Polish Peasants in Europe and America) গ্রন্থের এক সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত চিকাগোতে আসা এক পলদেশীয় কৃষকের (Wladek Wisniewski) জীবন বৃত্তান্ত এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকে। এই জীবনবৃত্তান্তে (Waldek) তাঁর কর্মকার পরিবারে জন্ম ও গ্রাম্য জীবনযাপন, প্রাথমিক পর্বের শিক্ষা, রুটির ব্যবসা, জার্মানিতে এসে কর্মের সন্ধান ও পরিশেষে চিকাগো এসে দুর্দশার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। এই জীবনবৃত্তান্তের আর এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল রবার্ট বোগডান (Roberd Bogdan, 1974) লিখিত জেনি ফ্রাই (Jane Fry) এর জীবনবৃত্তান্ত এক্ষেত্রে তিন মাস যাবৎ সপ্তাহে বিভিন্ন সময়ে ১০০ ঘণ্টার একান্ত আলাপসূত্রে পাওয়া ফ্রাই-এর জীবনের বিভিন্ন দিকের-ব্যক্তিগত, পারিবারিক, বৈবাহিক, বিদ্যালয় জীবন, মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জীবনযাপন, আত্মহত্যার চেষ্টা সংবাদ নথিভুক্ত ও সম্পাদিত করে ২০০ পৃষ্ঠার জীবনকথা প্রকল্প করা হয়ে থাকে। এইভাবে চিকাগো ও পলিয় সমাজতত্ত্ববিদদের কাছে (Show Bertaux) জীবনকথা এক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হাতিয়ার হিসাবে গৃহীত হয়ে থাকে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ৮০'র দশকে বোগডান (Bogdan, 1974), প্লুমার (Plummer, 1983), ডেনজিন (Denzin, 1989) প্রমুখ সমাজবিদের গবেষণায় জীবনকথার সুবিশেষ উল্লেখ পাওয়া গেলেও সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জীবনকথার প্রতি বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শিত হয়ে থাকে। ব্রিটিশ সোশিওলোজিক্যাল এসোসিয়েশানের ১৯৯৩ সালের 'সোশিওলোজি' পত্রিকাকে জীবনকথার উপর এক বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করে সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় উহার গুরুত্ব আলোচনা করা হয়ে থাকে। স্ট্যানলির (Stanley) মতে জীবনকথা গবেষক ও লেখকের গবেষণাসূত্রে মৌলনীতি নির্ধারণের দাবি অগ্রাহ্য করে গবেষণা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির লেখা ও বর্ণনসূত্রে ব্যক্তির জীবন সংক্রান্ত জটিলতার উপর আলোকপাত করে থাকে। জীবনকথার এইরূপ ভূমিকার নিরিখে সামাজিক গবেষণার প্রামাণ্য বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তা ও নির্দিষ্টতার দাবি খারিজ করা হয়ে থাকে (biography ..... displaces the referential and foundational claim of writers and researchers by focusing on the writing/ speaking of lives and the complexities of reading/hearing them. It also thereby unsettles

notion of sciences, problemtises the referential claims of social research)। বস্তুতপক্ষে, জীবনকথা মূলত মননির্ভর (subjective) হওয়ায় সত্যতার (truth) ভরসা দেওয়া যায় না। গবেষকের সতর্কদৃষ্টিই জীবনকথা সদ্ব্যবহারের একমাত্র উপায় হয়ে থাকে।

উদ্ভববৃত্তান্ত ঃ

প্রথাগত (traditional) ইতিহাসের আদর্শগত নির্দেশ (ideal signification) ও অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যবাদ (indefinite telelogics) অন্বেষণের এক পদ্ধতি হল উদ্ভববৃত্তান্ত (genealogy)। এই পদ্ধতি ঐতিহাসিক ঘটনার উৎসসূত্র বা আধিবিদ্যক মূল উপাদান (essence) অন্বেষণ করে না। অপাঙক্তেয় উৎস (ignoble beginings) এবং ঘটনার অনিশ্চিত বিন্যাস অনুসন্ধান করা হয়ে থাকে। প্রথাগত ইতিহাস চর্চায় অতি ঐতিহাসিক (supra-historical) দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে ইতিহাসকে বস্তুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হিসাবে দেখা হয়ে থাকে। উদ্ভববৃত্তান্ত পদ্ধতিতে ইতিহাসকে ঐতিহাসিকের সামাজিক অবস্থানগত (situated) দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখা হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় প্রথাগত ইতিহাসের আমূল পরিবর্তন সাধন করা হযে থাকে। ফুকো (Foucault) উদ্ভববৃত্তান্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে আধুনিক সমাজের ক্ষমতা (power), অনুশাসন (regulation) ও নিয়ন্ত্রণের (control) অনুশীলন করেছেন। এই পদ্ধতি প্রয়োগের কয়েকটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপে হল ঃ অন্বেষণ সংশ্লিষ্ট ঘটনার প্রকৃতি ও প্রেক্ষিত নির্দেশ করা; সংশ্লিষ্ট ঘটনার সমস্যামূলক দিকগুলি চিহ্নিত করা; সংশ্লিষ্ট ঘটনার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ফলাফল নির্ধারণ করা। ফুকোর (Foucault) 'নিয়ম ও শাস্তি বিধান' (Discipline and Punish, 1977) এই পদ্ধতি প্রয়োগের এক বিশেষ উদাহরণ। এই গ্রন্থে বর্তমান সমাজে শাস্তিবিধানের ক্ষমতার স্বীকৃত সূত্র হিসাবে তিনি বর্তমান সমাজের বৈজ্ঞানিক আইনানুগ ব্যবস্থার উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে দেখা যায়, উদ্ভববৃত্তান্ত পদ্ধতি বর্তমানের কোনো সামাজিক সমস্যাকে যথার্থ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দেখার চেষ্টা করে সমস্যাটি সম্পর্কে এর বেশি গ্রহণযোগ্য বক্তব্য পেশ করে থাকে। ডেভিড হাওয়ার্থ (David Hawarth) এর ভাষায় এই পদ্ধতিতে কোনো ঘটনাকে ক্ষেত্রসংশ্লিষ্ট করে দেখা হয়ে থাকে (contextualizing the facts)।

অনুশীলনী - ৫

১। কথ্যবিবরণ কাকে বলে?

২। কথ্যবিবরণে কাদের কথা বলা হয়ে থাকে?

৩। বর্ণন বলতে কী বোঝায়?

৪। জীবনকথা কাকে বলে?

৫। উদ্ভববৃত্তান্ত কী?

৬। উদ্ভববৃত্তান্তে কীভাবে সামাজিক ঘটনাকে অনুশীলন করা হয়?

৫.৩.৫ সারবস্তু বিশ্লেষণ

লিখিত ও মুদ্রিত নথিপত্র, গণমাধ্যম সম্প্রচারিত সংবাদ, চিত্র, গ্রন্থ, অসংগঠিত সাক্ষাৎকার, বর্ণন প্রভৃতি সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য (available materials) বিশ্লেষণ করে বৈশিষ্ট্য নির্ণয় বা সামান্যীকরণের (generalization) উপযোগী প্রক্রিয়া হিসাবে সারবস্তু বিশ্লেষণ (content analysis) অনুসৃত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল (Harold Lasswel) বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সংবাদ আদান-প্রদানের গবেষণায় এই পদ্ধতিকে বিশেষ পরিচিত করে তোলেন। কিন্তু বার্নাড বেরেলসন (Bernard Berelson, 1959) এর লেখায় এই পদ্ধতি এক নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে থাকে। তাঁর মতে সারবস্তু বিশ্লেষণ সংবাদ আদানপ্রদানের প্রকাশিত বিষয়ের নৈর্ব্যক্তিক, সুসংবদ্ধ এবং পরিমাণবাচক বর্ণনার এক গবেষণা কৌশল। রোসেনথাল এবং রসনো'র (R. Rosenthal & R. L. Rosnow) মতে সারবস্তু বিশ্লেষণ হল একটি নৈর্ব্যক্তিক ও সুবিন্যস্ত প্রক্রিয়ার যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট তথ্য বিগঠিত (decomposed) করে বিভিন্ন বিষয়কে শ্রেণিবদ্ধ করে বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা হয়ে থাকে। গার্ডনার (Gardner, 1975) সারবস্তু বিশ্লেষণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন—নৈর্ব্যক্তিকতা, সুবিন্যস্ততা, সামান্যকরণ সম্ভব্যতা ও পরিমাণ মাত্রিকতা, নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে বিশ্লেষণ ক্রিয়া অনুসৃত হওয়ায় একাধিক গবেষকের ক্ষেত্রের একই ধরনের সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হওয়ায় এই পদ্ধতি নৈর্ব্যক্তিক হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট ও সংগতিপূর্ণ নির্ণায়ক (criterion) অনুসারে বিভিন্ন বর্গ (categary) মনোনীত হওয়ায় প্রকল্পের অনুকূল সংবাদ সংগৃহীত হওয়ায় সম্ভাবনা থাকে না। ফলে, পদ্ধতিগত দিক থেকে এই প্রক্রিয়া সুবিন্যস্ত থাকে। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন বর্গের বর্ণনা দেওয়া ছাড়াও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রে তত্ত্বনির্দেশ বা সামান্যীকরণও করান হয়ে থাকে। এছাড়া, পরিসংখ্যা (frequency) সূত্রে তথ্যাবলীর পরিমাণগত পরিমাপও করা সম্ভব হয়ে থাকে। এই পদ্ধতির প্রক্রিয়াগত দিক থেকে চারটি পদক্ষেপের উল্লেখ করা যায়। গবেষণামূলক সমস্যার উল্লেখ (specifying the problem), নমুনায়ন (sampling), আলোচনার একক মনোনয়ন (choosing units of analysis), ও ধারণা গঠন (category construction)। প্রথমক্ষেত্রে গবেষণা বিষয় সম্পর্কে নির্দিষ্ট গবেষণামূলক প্রশ্ন গঠন করতে হয়। যেমন ব্যবসায়ী অপহরণ সংক্রান্ত গবেষণা বিষয়ে প্রশ্ন গঠন করা যেতে পারে—কোন শ্রেণীর ব্যবসায়ী অপহরণ করা হয়ে থাকে? অপহৃত ব্যবসায়ীর ধর্মীয় অবস্থান কী? অপহরণকারী পুরুষ না মহিলা? ইত্যাদি। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নমুনায়ন বলতে খবরের কাগজ, পত্রিকা, গ্রন্থ, টি. ভি. ধারাবাহিক ইত্যাদি তথ্যসূত্রের নমুনায়ন বোঝায়। তৃতীয় ক্ষেত্রে আলোচনার একক নির্ধারণ বলতে শব্দ, বাক্য, পরিচ্ছেদ, অধ্যায়, সম্পূর্ণ গ্রন্থ ইত্যাদিকে বোঝায়। চতুর্থ পর্যায় ধারণা গঠন হল নমুনা অন্তর্ভুক্ত তথ্যাবলীর শ্রেণি নির্দেশ করা। এই ধারণাগুলি সাধারণত অনুসৃত তাত্ত্বিক অবধারণ সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ধারণা হতে পারে ঃ উল্লিখিত ব্যবসায়ীর পদমর্যাদা, ব্যবসার ধরন, ব্যবসার অঞ্চল ইত্যাদি। উল্লেখ্য, এই ধারণাগুলির মধ্যে থাকা সম্পর্ক সূত্রে কোনো তাত্ত্বিক অবতারণা বা সামান্যীকরণ করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতির কতিপয় বিশেষ সুবিধা পরিলক্ষিত হয়। এই পদ্ধতি উত্তরদাতাদের সরাসরি বিরক্ত করে না। উত্তরদাতাদের লিখিত নথিই এক্ষেত্রে কাম্য উপকরণ হওয়ায় স্বতঃস্ফূর্ত

উত্তর (নথিসূত্রে) পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া, এই পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে হয়। এই পদ্ধতির কিছু অসুবিধাও দেখা যায়। তথ্যসূত্র যথার্থ তথ্য পেশ করে কিনা তা মূল্যায়ন করা দুরূহ হয়ে থাকে। এছাড়া, অনেক সময় প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্যসূত্র নাগালে পাওয়া যায় না। ফলে তথ্যগত দিক থেকে অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা থাকে। এই ধরনের অসুবিধা সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে এই পদ্ধতির ব্যবহার ক্রমশ বর্ধিত হয়েছে। গার্ডনারের (Gardner) মতে প্রকল্প পরীক্ষণ ও তত্ত্বনির্মাণের উদ্দেশ্য এই পদ্ধতি একক ভাবে বা অন্যান্য পদ্ধতির সহিত যৌথভাবে ক্রমবর্ধিত হারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অনুশীলনী - ৬

১। সারবস্তু বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া বলতে কী বোঝায়?

২। সারবস্তু বিশ্লেষণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

৩। সারবস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতির কয়েকজন প্রবক্তার নাম উল্লেখ করুন।

৫.৪ সারাংশ

সমাজবিজ্ঞানে পরিমাণবাচক গবেষণা প্রাধান্য লাভ করলেও সামাজিক ক্ষেত্রের যথার্থ অর্থ উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে গুণবাচক গবেষণাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। বিংশ শতাব্দীর ৮০'র দশকের পর থেকে এই গবেষণা পদ্ধতির বিশেষ প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এই গবেষণায় গুণবাচক তথ্য যেমন, শব্দ, বাক্য, পরিচ্ছেদ ইত্যাদি সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বর্ণনা, ধারণা গঠন এবং তাত্ত্বিক অবতারণা করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে গবেষণা পদ্ধতি হিসাবে মূলত অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ ও অসংগঠিত সাক্ষাৎকার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে গবেষণা ক্ষেত্রে নিজের পরিচয় ও গবেষণার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করে ক্ষেত্রস্থ জনগোষ্ঠীর জীবনধারার অংশীদার হয়ে তাদের সম্পর্কে আন্তঃগ্রাহী তথ্য সংগ্রহ তথা নথিভুক্ত করে থাকে। এছাড়া, অনেক সময় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র সম্পর্কে সম্যক তথ্যসংগ্রহের জন্য অসংগঠিত সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়ে থাকে। এই সাক্ষাৎকার হয় পারস্পরিক আলাপের ন্যায়। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার সংশ্লিষ্ট কতকগুলি দিক ঠিক করা হলেও কোনো লিখিত প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয় না। এই গবেষণায় উত্তরদাতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় ক্ষেত্র বা ক্ষেত্রস্থ ঘটনা সম্পর্কে উত্তরদাতার স্মৃতিচারণ, বর্ণন, জীবনকথা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র হয়ে থাকে। এইভাবে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে সারবস্তু বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় গুণবাচক তথ্যকে শব্দ, বাক্য পরিচ্ছেদ্য ইত্যাদি সাপেক্ষে বিভিন্ন বর্গে শ্রেণিবদ্ধ করে শ্রেণি সমূহের পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রে ঘটনায় বা গবেষণা বিষয়ের বর্ণনা, ধারণা ও তত্ত্বনির্দেশ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে সামাজিক গবেষণায় পরিমাণবাচক পদ্ধতির সাথে গুণবাচক পদ্ধতি প্রয়োগের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

৫.৫ অনুশীলনী

১। গুণবাচক গবেষণায় পদ্ধতিগত দিকনির্দেশ কীভাবে পাওয়া যায়?

২। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণে পর্যবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট দিকগুলি উল্লেখ করুন।

৩। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের অসুবিধাজনক দিকটি উল্লেখ করুন।

৪। সংক্ষিপ্ত লিপি কাকে বলে?

৫। এককবিশেষ সমীক্ষার একটি বিশেষ রূপ হিসাবে অন্তর্নিবিষ্ট সমীক্ষার উদ্দেশ্য কী?

৬। উপায়মূলক সমীক্ষা বলতে কী বোঝায়?

৭। এককবিশেষ সমীক্ষায় কয়েকটি সুবিধার উল্লেখ করুন।

৮। কথ্যবিবরণ সূত্রে কী ধরনের তথ্য পাওয়া যায়?

৯। কথ্যবিবরণে সাক্ষাৎকারকারী এবং উত্তরদাতার ভূমিকা কেমন হয়?

১০। কথ্যবিবরণের অসুবিধাজনক দিক উল্লেখ করুন।

১১। জীবনকথার উপাদানগুলি উল্লেখ করুন।

১২। উদ্ভববৃত্তান্ত পদ্ধতি প্রয়োগের পদক্ষেপগুলি উল্লেখ করুন।

১৩। সারবস্তু বিশ্লেষণের প্রক্রিয়াগত পদক্ষেপ হিসাবে নমুনায়ন ও বর্গ গঠন প্রক্রিয়া উল্লেখ করুন।

১৪। সারবস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতির অসুবিধাজনক দিক উল্লেখ করুন।

৫.৬ উত্তর সংকেত

অনুশীলনী - ১

১। গুণবাচক গবেষণা সংব্যাখ্যানমূলক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করে থাকে।

২। গুণবাচক গবেষণার তথ্য হয় গুণবাচক যেমন, শব্দ, বাক্য, পরিচ্ছেদ ইত্যাদি।

৩। গুণবাচক গবেষণায় গবেষক বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্র এবং কীভাবে মানুষ ঐ সামাজিক ক্ষেত্রকে প্রতীক, আচার, ভূমিকা ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থবহ করে তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করে।

৪। গুণবাচক গবেষণা গবেষণামূলক প্রশ্ন দিয়ে শুরু করে না, গবেষণা প্রক্রিয়ায় উত্তরদাতাদের চিন্তা ভাবনা সূত্রেই স্বাভাবিক ভাবে গবেষণামূলক প্রশ্ন উঠে আসে।

অনুশীলনী - ২

১। গবেষণা সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীকে নিজের গবেষক পরিচয় প্রদান করে ঐ গোষ্ঠীতে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ করে ঐ গোষ্ঠীর বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করাকে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ বলে।

২। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের তথ্যাবলী তাৎক্ষণিকভাবে নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রে ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার, ভিডিও টেপের ন্যায় যান্ত্রিক সামগ্রী বিশেষ কার্যকরী হয়ে থাকে। তবে, যান্ত্রিক সামগ্রী সামাজিক প্রক্রিয়ার অর্থ উপলব্ধি করতে পারে না।

৩। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণকালে ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি উদ্রেককারী শব্দ। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাক্য কিছু অস্পষ্ট হস্তাঙ্কন সংক্ষিপ্ত লিপিতে উল্লেখ করে সংবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে।

৪। দীর্ঘকাল গবেষণা সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে বসবাস করে ঐ গোষ্ঠীর জীবন ধারার অংশীদার হওয়ার সুবাদেই গবেষক তথ্য সংগ্রহে সমর্থ হয়ে থাকে।

অনুশীলনী - ৩

১। গুণবাচক গবেষণায় সাক্ষাৎকার হয় কথোপকথনমূলক। এছাড়া, এই সাক্ষাৎকার হয় অসংগঠিত, মুক্তপ্রান্ত ও হার্দিক।

২। পর্যবেক্ষণসূত্রে স্বাভাবিকভাবে উঠে আসা প্রশ্নের উত্তর সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করা হয়।

৩। সহমর্মিতা ও সহানুভূতিশীল মেলামেশার মাধ্যমে সম্যতা স্থাপন করা হয়ে থাকে।

৪। প্রতি উত্তরদাতার কাছ থেকে একই বিষয় সংক্রান্ত সংগতিপূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ সংবাদ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎকার নির্দেশিকা ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

অনুশীলনী - ৪

১। এককবিশেষ সমীক্ষা বলতে কোনো বিশেষ গবেষণা এককের ঘনিষ্ঠ এবং সার্বিক সমীক্ষা বোঝায়।

২। এককবিশেষ বলতে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান, অঞ্চল ইত্যাদি বোঝায়।

৩। এককবিশেষ সমীক্ষায় তথ্য সংগ্রহের কৌশলগুলি হল যথাক্রমে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ, ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎকার, জীবনকথা, কথ্যবিবরণ ইত্যাদি।

৪। এককবিশেষ সমীক্ষা সূত্রে যথেষ্ট তথ্যসংগ্রহের সম্ভাবনা থাকায় ইহা গবেষণায় উপযোগী হয়ে থাকে।

৫। এককবিশেষ সমীক্ষার অসুবিধাজনক দিক হল ঃ এককবিশেষ প্রতিনিধিত্বমূলক হয় না, এছাড়া পদ্ধতিগত নিয়ন্ত্রণ না থাকায় গবেষণায় মানসিক ছাপ পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

অনুশীলনী - ৫

১। কথ্যবিবরণ হল অতীত অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণজাত মৌখিক বিবরণ।

২। প্রথাগত গবেষণা প্রতিবেদনে ও কর্তৃত্বাধীন নথিপত্রে যাদের তথ্য উল্লেখিত হয় না সেই বঞ্চিত, নিগৃহীত ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর—ধর্মীয় সংখ্যালঘু, উদ্বাস্তু, শ্রমজীবী ইত্যাদি - স্মৃতিচারণজাত সংবাদ এই পদ্ধতিতে নথিভুক্ত হয়ে থাকে।

৩। বর্ণন হল সমাজের বাস্তবক্ষেত্রের স্বাভাবিক বক্তব্য জ্ঞাপক তথ্য উপস্থাপন।

৪। জীবনকথা হল কোনো ব্যক্তির নিজের ভাষায় নথিভুক্ত জীবন বৃত্তান্ত।

৫। প্রথাগত ইতিহাসের আদর্শগত নির্দেশ ও অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যবাদ অন্বেষণের এক পদ্ধতি হল উদ্ভব বৃত্তান্ত।

৬। উদ্ভব বৃত্তান্ত পদ্ধতিতে সামাজিক ঘটনাকে ক্ষেত্রসংশ্লিষ্ট করে দেখা হয়ে থাকে।

অনুশীলনী - ৬

১। সারবস্তু বিশ্লেষণ সংবাদ আদান প্রদানের প্রকাশিত বিষয়ের নৈর্ব্যক্তিক, সুসংবদ্ধ এবং পরিমাণবাচক বর্ণনার এক গবেষণা কৌশল।

২। সারবস্তু বিশ্লেষণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল, নৈর্ব্যক্তিকতা, সুবিন্যস্ততা, সামান্যীকরণ সম্ভাব্যতা, ও পরিমাণমাত্রিকতা।

৩। সারবস্তু বিশ্লেষণের কয়েকজন প্রবক্তা হলেন ঃ হ্যারড ল্যাসওয়েল, বার্নাড বেরেনসন ওগার্ডনার।

অনুশীলনী - ৭

১। গুণবাচক গবেষণার পদ্ধতিগত দিক নির্দেশ বাস্তব যুক্তিবোধ সূত্রে পাওয়া যায়। এছাড়া পূর্বগবেষণার প্রতিবেদন পাঠ; অভিজ্ঞ গবেষকের কাছে শিক্ষানবিশী সূত্রে পদ্ধতিগত দিকনির্দেশ পাওয়া যায়।

২। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণে পর্যবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট দিকগুলি হল ঃ স্থান, কাল, ক্রিয়া, কর্তা, ঘটনা, লক্ষ্য, অনুভব ইত্যাদি। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, উল্লিখিত দিকসমূহের বিশেষ খুঁটিনাটি সংবাদও পর্যবেক্ষণযোগ্য হয়ে থাকে।

৩। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের অসুবিধাজনক দিক হল সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর সদস্যরা গবেষণা বিষয়ে আগাম অবগত হওয়ায় নিজেদের স্বাভাবিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে পর্যবেক্ষণকে প্রভাবিত করতে পারে। এছাড়া, অনেক সময় বেশি অংশগ্রহণসূত্রে পর্যবেক্ষক গবেষকের ভূমিকা অনুযায়ী পর্যবেক্ষণে সমর্থ হয় না। ফলে, যথার্থ তথা সংগ্রহ ব্যাহত হয়ে থাকে।

৪। সংক্ষিপ্ত লিপি হল পর্যবেক্ষণকালে ক্ষেত্রে লেখা নথি। এই লিপিতে স্মৃতি উদ্রেককারী কিছু শব্দ, বিশেষ উক্তি, অস্পষ্ট হস্তাক্ষর অনুর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। এই লিপি পরবর্তীকালে ক্ষেত্র থেকে ফেরার পর বিশদ ক্ষেত্র লিপি লেখার থেকে স্মারক হিসাবে কাজ করে থাকে।

৫। অন্তর্নিবিষ্ট সমীক্ষায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এককবিশেষকে কোনো তাত্ত্বিক অবধারণ ব্যতিরেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানার চেষ্টা করা হয়।

৬। উপায়মূলক সমীক্ষায় একক বিশেষের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগত দিকের নিবিড় তথ্য সংগ্রহ করা হয় কোনো তাত্ত্বিক অবধারণ পরিমার্জন করার জন্য বা, পরবর্তী গবেষণার পথনির্দেশ দানের জন্য।

৭। এককবিশেষ সমীক্ষার কয়েকটি সুবিধা হল ঃ

পদ্ধতিগত বাঁধা-ধরা নিয়ম না থাকায় সুবিধামত যে কোনো কৌশলই অবলম্বন করা যায়। স্বাভাবিক জীবন ক্ষেত্রে সমীক্ষা করায় এককবিশেষের স্বতঃস্ফূর্ত সামগ্রিক সংবাদ পাওয়া সম্ভব হয়। ব্যতিক্রমী এককের সংবাদ সূত্রে প্রচলিত কোনো তাত্ত্বিক পরিবর্তন বা পরিশীলন করা সম্ভব হয়ে থাকে।

৮। প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত সম্পর্কসূত্রে কোনো ঘটনার প্রাথমিক তথ্য এই কথ্যবিবরণসূত্রে পাওয়া যায়। এই তথ্য সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর অবিধিবদ্ধ নিয়ম, পারিবারিক, পেশাগত ও সামাজিক সম্পর্ক, প্রতীকের নিহিত অর্থ ও প্রয়োগ ইত্যাদি সংক্রান্ত হয়ে থাকে।

৯। কথ্যবিবরণে সাক্ষাৎকারকারীর ভূমিকা হয় অংশগ্রহণকারী এবং উত্তরদাতা হয় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণকারী।

১০। কথ্যবিবরণের অসুবিধা হল কথ্যবিবরণ সাম্প্রতিক কালের লিখিত সূত্রের মত নির্ভরযোগ্য হয় না। কথ্যবিবরণ উত্তরদাতার মৌখিক প্রতিক্রয়া হওয়ায় বিভিন্ন সময়ে স্মৃতিচারণজাত বিবরণের মধ্যে প্রচার মাধ্যম, পুস্তক-পুস্তিকা ইত্যাদির প্রভাব সাপেক্ষে পার্থক্য থাকতে দেখা যায়। এদিক থেকে কথ্যবিবরণের তথ্য নির্ভরযোগ্যতা বিচারে প্রশ্নমূলক হয়ে থাকে।

১১। জীবনকথার উপাদানগুলি হল ঃ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির লিখিত বৃত্তান্ত, টেপ রেকর্ডারে ধরে রাখা বৃত্তান্ত, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, ছবি, আত্মীয়সজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাক্ষাৎকার লব্ধ সংবাদ ইত্যাদি।

১২। উদ্ভববৃত্তান্ত পদ্ধতির পদক্ষেপগুলি হল ঃ অন্বেষণ সংশ্লিষ্ট ঘটনার প্রকৃতি ও প্রেক্ষিত নির্দেশ করা, সংশ্লিষ্ট ঘটনার সমস্যামূলক দিকগুলি চিহ্নিত করা, সংশ্লিষ্ট ঘটনার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ফলাফল নির্ধারণ করা।

১৩। সারবস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে নমুনায়ন বলতে তথ্যসূত্রের নমুনায়ন অর্থাৎ খবরের কাগজ, পত্রিকা, গ্রন্থ ইত্যাদির নমুনায়নকে বোঝায়। নমুনায়ন পদ্ধতির বিভিন্ন কৌশল এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। বর্গগঠন হল নমুনা অন্তর্ভুক্ত তথ্যাবলীর শ্রেণি নির্দেশ করা। সাধারণত অনুসৃত তাত্ত্বিক অবধারণ সাপেক্ষে এই বর্গগঠন করা হয়ে থাকে।

১৪। সারবস্তু বিশ্লেষণের অসুবিধা হল তথ্যসূত্র সংশ্লিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে যথার্থ তথ্য পেশ করে কিনা তা মূল্যায়ন দূরূহ হয়ে থাকে। এছাড়া, অনেক সময় প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্যসূত্র হাতে পাওয়া যায় না। ফলে, তথ্যগত দিক থেকে যথেষ্টতা ও সম্পূর্ণতার অভাব থাকার সম্ভাবনা থাকে।

৫.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। নিউম্যান, লরেন্স ঃ সোশ্যাল রিসার্চ মেথডস—কোয়ালিটেটিভ অ্যান্ড কোয়ানটিটেটিভ অ্যাপ্রোচেস (তৃতীয় সংস্করণ) এলিন এ্যান্ড বেকন, বোস্টন, ১৯৯৭।

২। রবার্টস, ব্রায়োন ঃ বায়োগ্র্যাফিক্যাল রিসার্চ, ওপেন ইউনিভার্সিটি প্রেস, বাকিংহাম ফিলাডেলফিয়া, ২০০২।

৩। ব্রুস, এল, বার্জ ঃ কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ মেথডস ফর দ্য সোশ্যাল সায়েন্সেস (থার্ড এডন.) এলিন এন্ড বেকন, বোস্টন, ১৯৯৮।

৪। হাওয়ার্থ, ডেভিড ঃ ডিসকোর্স, (ফার্স্ট এশিয়ান এডন.) ভিভাবুকস প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লী, ২০০২।

৫। আহুজা, রাম ঃ রিসার্চ মেথডস, রাওয়াত পাবলিকেশন, জয়পুর এন্ড নিউ দিল্লী, ২০০১।

৬। চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস ঃ সামাজিক গবেষণা ঃ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ) আরামবাগ বুক হাউস, কোলকাতা, ২০০২।